তারিখ 31 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

সংবাদ

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুঃখগাঁথা (শেষপর্ব)

মাস্টার প্ল্যানের ২য় ধাপের নির্মাণ কাজ দুই বছরেও শুরু হয়নি

তপন কুমার রায়, বেরোবি

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন গত তিন বছরে একেবারেই স্থবির হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার প্লান অনুযায়ী তিন ধাপে অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য মোট ৫৩টি ভবন নির্মাণ করার কথা থাকলেও ১ম ধাপের কাজ শেষ হওয়ার দুই বছরেও ২য় ধাপের কাজ এখনো শুরুই করা হয়নি। ফলে আবাসনসহ ভৌত অবকাঠামোগত সমস্যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। দু-একটি শ্রেণী কক্ষ নিয়েই চালাতে হচ্ছে একেকটি বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর আলম সংবাদকে জানান ২য় দফার নির্মাণকাজের জন্য প্রজেক্ট তৈরির কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০০৮ সালে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে প্রথম উপাচার্য অধ্যাপক ড. লুৎফর রহমানের আমলে মাস্টার প্লান অনুযায়ী তিন ধাপে মোট ৫৩ টি ভবন নির্মাণ করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। ১ম ধাপের জন্য বরাদ্দকৃত শত কোটি টাকার প্রকল্পের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে চারটি একাডেমিক ভবন, তিনটি আবাসিক হল, চারটি ডরমিটরি, একটি মসজিদ, একটি লাইব্রেরি, একটি প্রশাসনিক ভবন, উপাচার্যের বাসভবন, ক্যাফেটরিয়া, নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণসহ ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীন সড়ক নির্মাণ করা হয়। মাস্টার প্লান অনুযায়ী ২০০৯ সালে শুরু হয়ে ২০১২ সালের মধ্যে এসব ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও পরবর্তীতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত নির্মাণকাজের মেয়াদ বর্ধিত করা হয়। এসব কাজের বলা যায় পুরোটাই হয়েছে দ্বিতীয় উপাচার্য আব্দুল জলিল মিয়ার আমলে। তবে ১ম ধাপের কাজ দীর্ঘদিন আগে শেষ হলেও এখন পর্যন্ত ২য় ধাপের কাজ শুরুই হয়নি। অথচ মাস্টার প্লানের প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৮ সালের মধ্যে তিন ধাপে ৫৩ টি ভবনের নির্মান কাজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। সেক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত ২য় ধাপের কাজ শুরু না হওয়ার আদৌ ওই সময়ের মধ্যে ৩য় ধাপের কাজ শেষ হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। সূত্রে জানা যায়, অবকাঠামোর জন্য ২য় ধাপে ২২ টি ও ৩য় ধাপে ১৫ টি ভবন নির্মাণ করার কথা আছে। এরমধ্যে ২য় ধাপে ৬টি একাডেমি ভবন, ২টি ছাত্র ও ২টি ছাত্রী হল, ১টি জিমনেসিয়াম, ১টি অডিটোরিয়াম, ১টি কর্মকর্তা ডরমিটরি ও ১টি শিক্ষক ডরমিটরি, সিনিয়র টিচার্স ও জুনিয়র টিচার্স কোয়াটার মোট ৬ টি, এবং ৩টি স্টাফ কোয়াটার। তৃতীয় পর্যায়ে ৫টি একাডেমিক ভবন, ছাত্রদের জন্য একটি ও ছাত্রীদের জন একটি আবাসিক হল, শিক্ষক কোয়ার্টার ৬টি ও ২টি স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ করা হবে। তবে এসব ভবন আজও পরিকল্পনাই রয়ে গেছে। ১ম ধাপের কাজ শেষ হওয়ার দুই বছর পার হলেও ২য় ধাপের কাজের কার্যত কোন কার্যক্রম শুরু হয়নি। ফলে অবকাঠামোগত উন্নয়নে স্থবিরতা নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা হতাশা ব্যক্ত করেছে। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. আরএম হাফিজুর রহমান হতাশা ব্যক্ত করে সংবাদকে বলেন, ২য় ধাপের কাজ শুরুর করার জন্য এতদিনে একনেকে এর অনুমোদন হয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত কার্যত কোন কাজই হচ্ছেনা। এদিকে সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড. একেএম নূর-উন-নবী দায়িত্ব নেয়ার তিন বছরে অবকাঠামোগত উন্নয়নে স্থবিরতা আনার পাশাপাশি পূর্বের উপাচার্যের আমলে শুরু হওয়া শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের আবাসনের জন্য নির্মিত দুটি ডরমিটরি ও কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়া ভবনের নির্মাণকাজ বহু পূর্বেই শেষ হলেও তা চালু করতে উদাসীন। নির্মিত দুইটি ডরমিটরি চালু না করায় একদিকে যেমন আবাসন সংকট বিরাজ করছে অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় তথা সরকার তার প্রাপ্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দুটি ডরমিটরি চালু করে দেওয়া হলে ডরমিটরির ভাড়া থেকে প্রতিমাসে ৫০ হাজার টাকা আয় হতো। সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর আলম সংবাদ'কে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলছে। এই প্রকল্পের মধ্যে ছাত্রীদের জন্য ১০ তলা বিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক হল ও ৬ তলা বিশিষ্ট ড. ওয়াজেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ভবনের নির্মাণ কাজ অতি দ্রুত শুরু হবে। এর পাশাপাশি মাস্টার প্লানের ২য় দফার জন্য প্রজেক্ট তৈরি করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে উপাচার্যের নির্দেশে জিমনেসিয়াম, অডিটোরিয়মসহ কয়েকটি স্থাপনার ডিজাইন বুয়েটের একজন স্থপতির কাছে চাওয়া হয়েছে। প্রজেক্ট পরিকল্পনার কাজ শেষ হলেই অনুমোদনের জন্য সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. একেএম নূর-উন-নবী ২য় ধাপের নির্মানকাজের বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর ন্যায় একই মন্তব্য করে সংবাদ'কে বলেন, ২য় ধাপের জন্য আমরা মাস্টার প্লান তৈরি করছি। এই ২য় ধাপে অডিটোরিয়াম, একাডেমিক ভবনসহ আবাসিক ভবনের নির্মাণকাজকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে।